# সংবিধান সংস্কার কমিশন

## ব্লক-১, জাতীয় সংসদ ভবন এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা।

**০৬ জানুয়ারি ২০২৫** তারিখে অফলাইন ও অনলাইনে প্রকাশিত সংবিধান সংস্কার কমিশন এবং অন্যান্য সংস্কার কমিশন সংক্রান্ত সংবাদ:

| ক্র.নং | সংবাদ শিরোনাম | পত্রিকার নাম | মন্তব্য |
|---|---|---|---|
| ১. | রাষ্ট্র সংস্কারে কাজ করছে ১১ ছায়া সংস্কার কমিশন | দৈনিক নয়াদিগন্ত | পৃষ্ঠা: ০৩ |
| ২. | সংবিধান কবর দেওয়ার বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ | বাংলাদেশ প্রতিদিন | পৃষ্ঠা: ০২ |
| ৩. | সংবিধান কবর দেওয়া যায় না, সংশোধনই সর্বোত্তম পন্থা | দৈনিক আমার দেশ | পৃষ্ঠা: ০২ |
| ৪. | ৫০ বিচারকের ভারতে প্রশিক্ষণে অনুমতি বাতিল | দৈনিক নয়াদিগন্ত | পৃষ্ঠা: ০২ |
| ৫. | সংস্কারের জন্য দেশের আইন ও সংবিধানে হাত দিতে হবে: সিইসি | দৈনিক কালের কণ্ঠ | পৃষ্ঠা: ০১ |

# দৈনিক নয়াদিগন্ত ০৬-০১-২০২৪

# রাষ্ট্র সংস্কারে কাজ করছে ১১ ছায়া সংস্কার কমিশন

টেকসই রাষ্ট্র সংস্কারের উদ্যোগ হিসেবে চার মাস ধরে কাজ করে যাচ্ছে ১১টি ছায়া সংস্কার কমিশন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে এসব কমিশন কাজ করছে। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে পলিটিক্যাল অ্যান্ড পলিসি সায়েন্স রিসার্চ ফাউন্ডেশন (পিএসআরএফ) এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সচেতন শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আয়োজনে এসব ছায়া সংস্কার কমিশনগুলোর চতুর্থ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়।
কর্মশালা সঞ্চালনা করেন ছায়া সংস্কার কমিশনের আহ্বায়ক এবং ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান। স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসিমা খাতুন।
ছায়া সংস্কার কমিশনের আহ্বায়ক কাজী মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান বলেন, টেকসই রাষ্ট্র সংস্কার উদ্যোগ হিসেবে ১১টি ছায়া কমিশন গঠন করা হয়েছে। এগুলো সরকারের সংস্কার কমিশনগুলোর বিকল্প হিসেবে কাজ করছে। ভবিষ্যতে বাংলাদেশে যেন কতৃত্ববাদী এবং ফ্যাসিবাদী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হতে না পারে সে জন্য এই ১১টি কমিশন স্বল্প, মধ্য এবং দীর্ঘ মেয়াদে বিভিন্ন প্রস্তাবনা তুলে ধরবে।এভাবে বাংলাদেশকে নাগরিকবান্ধব একটি রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য সচেষ্ট থাকবে।

সরকারি কমিশনের বিপরীতে ছায়া সংস্কার কমিশনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে তিনি বলেন, সরকার যে ধরনের সংস্কার কমিশন গঠন করেছে সেগুলোতে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের সংশ্লিষ্টতা কম থাকায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানের এপ্রোচের প্রতিফলনের সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে। তাই এই ছায়া সংস্কার কমিশনগুলো বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং বিদেশে রাষ্ট্রবিজ্ঞানে অধ্যয়নরত বাংলাদেশী এক্সপার্টদের সমন্বয়য়ে গঠন করা হয়েছে, যাতে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে তাত্ত্বিক ও বাস্তব বিষয়ের আশা আকাক্সক্ষার সম্মিলন ঘটে। এ ছাড়াও সরকারের গঠিত কমিশনের সাথে ছায়া কমিশনের মৌলিক পার্থক্যের জায়গা হলো সরকারের গঠিত কমিশনগুলো পৃথক পৃথক ভাবে কাজ করছে এবং কমিশনগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা থাকতে পারে অপর দিকে ছায়া সংস্কার কমিশনের ১১টি কমিশন একটি অপরটির সাথে সমন্বয় করে গত চার মাস ধরে কাজ করছে।
ছায়া সংস্কার কমিশনগুলোতে সরকারের গঠিত সংস্কার কমিশনের বাইরেও কিছু কমিশন তৈরি করা হয়েছে। যেমন রাজনৈতিক দলব্যবস্থা সংস্কার কমিশন। উদ্যোক্তারা বলছেন, রাজনৈতিক দলের মধ্যে জবাবদিহিতার বিষয়টা একটি দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়। এতে করে জবাবদিহিতামূলক সরকার

ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে। এটি মূলত করা হয়েছে নাগরিকবান্ধব রাজনৈতিক দল ব্যবস্থা প্রণয়ন করার জন্য। এ ছাড়াও, দায়িত্বশীল শাসন বিভাগের জন্য কমিশন গঠন করা হয়েছে। দায়িত্বশীল শাসন বিভাগ রাষ্ট্রে সুশাসন নিশ্চিত করবে। সবগুলো কমিশনের শুরুতেই 'টেকসই' উল্লেখ করা হয়েছে যা বাস্তবায়িত হলে টেকসই উন্নয়নের স্বপ্ন নিশ্চিত হবে।

ছায়া সংস্কার কমিশনের স্থায়িত্বকাল সম্পর্কে বলা হয়েছে, যেহেতু যতদিন রাষ্ট্র থাকবে ততদিন সংস্কার থাকবে, সেহেতু কমিশনগুলোর অভিজ্ঞতা দীর্ঘ মেয়াদে কাজে লাগবে। তবে ছায়া সংস্কার কমিশনের স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনা হলো কমিশনগুলো সমন্বিতভাবে সুপারিশ তৈরি করে জাতীয় সেমিনার ও প্রেস কনফারেন্সর মাধ্যমে জাতিকে অবহিত। এখন পর্যন্ত ৪টা কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পঞ্চম কর্মশালার পরে সংক্ষিপ্ত আকারে একটি জরিপ হবে। জরিপের উপর ভিত্তি করে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হবে। জাতীয় পর্যায়ে সেমিনার মাধ্যমে চূড়ান্ত রিপোর্ট তৈরি হবে। সেই রিপোর্টটি সরকারের ঐক্যবদ্ধ কমিশনের কাছে হস্তান্তর করা হবে। অতঃপর মধ্যমেয়াদি পরিকল্পনা হিসেবে সরকারের সংস্কার কমিশনগুলো এবং ছায়া সংস্কার কমিশনগুলোর সুপারিশ সরকার কতটা বাস্তবায়ন করেছে তা পর্যবেক্ষণ করা হবে। কর্মশালায় উল্লেখ করা হয়, রাষ্ট্র সংস্কার যেহেতু দীর্ঘ মেয়াদি প্রক্রিয়া, তাই ছায়া কমিশনগুলোর দীর্ঘ মেয়াদি পরিকল্পনাও রয়েছে। দীর্ঘ সময়ে সংস্কার কমিশনগুলোর নিজস্ব এরিয়াতে জাতীয় প্রয়োজনে এবং সঙ্কটে এক্সপার্ট অপিনিয়ন দেবে। উদাহরণস্বরূপ, নির্বাচন নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে ছায়া নির্বাচন সংস্কার কমিশন কাজ করবে। প্রাথমিকভাবে ২০ বছরের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে ছায়া সংস্কার কমিশন কাজ করছে। ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. নাসিমা খাতুন বলেন, রাষ্ট্র সংস্কার রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করা উচিত। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্র সংস্কারের জন্য এ ছায়া সংস্কার কমিশনগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর্মশালায় এক্সপার্ট হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করেন ঢাবি রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. ফরিদ উদ্দিন আহমেদ, ড. এস এম আলী রেজা, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান মেজবা-উল-আযম সওদাগর, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পলিটিক্যাল স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মো: নজরুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. শফিকুল ইসলাম, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয় সহযোগী অধ্যাপক মেহেদী হাসান সোহাগ, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক কাজী মোহাম্মদ রেজওয়ান হোসাইন, বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সানভিন ইসলাম, নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক শাহনেওয়াজ এবং বপ্রন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সাদিয়া আফরিন।

দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ০৬-০১-২০২৫

# সংবিধান কবর দেওয়ার বিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ

দেশের সংবিধানকে 'মুজিববাদী সংবিধান' হিসেবে আখ্যা দেওয়া এবং সংবিধান 'ছুড়ে ফেলা' এমনকি সংবিধানের 'কবর রচনা' করার বিষয়ে দেওয়া বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির পরিবারের সদস্যরা। গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে তারা এই প্রতিবাদ জানান।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ১৯৭২ সালে বাংলাদেশের খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটির পরিবারের সদস্যরা গভীর উদ্বেগের সঙ্গে লক্ষ্য করা হচ্ছে, গত ৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর থেকেই মহান মুক্তিযুদ্ধ, বঙ্গবন্ধু এবং সংবিধানকে টার্গেট করা হয়েছে।

এরই মধ্যে বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশের সংবিধানকে 'মুজিববাদী সংবিধান' বলে আখ্যা দেওয়া হয়। সংবিধান 'ছঁড়ে ফেলা' এমনকি সংবিধানের 'কবর রচনা' করার কথাও বলা হয়েছে।

বিবৃতিদানকারীদের মধ্যে রয়েছেন- বাহাত্তরের খসড়া সংবিধান কমিটির সদস্য ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলামের মেয়ে ব্যারিস্টার তানিয়া আমীর, তাজউদ্দীন আহমেদের ছেলে সোহেল তাজ, অধ্যাপক হাফেজ হাবীবুর রহমানের ছেলে মইনুর রহমানসহ ১৪ জন।

# দৈনিক নয়া দিগন্ত ০৬-০১-২০২৫

# ৫০ বিচারকের ভারতে প্রশিক্ষণে অনুমতি বাতিল

ভারতে প্রশিক্ষণের জন্য ৫০ জন বিচারককে অনুমতির প্রজ্ঞাপন বাতিল করেছে আইন, বিচার ও সংসদবিষয়ক মন্ত্রণালয়। রোববার মন্ত্রণালয়ের আইন ও বিচার বিভাগ থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।

আইন মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় বলা হয়, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি, ভূপাল এবং একটি স্টেট জুডিশিয়াল একাডেমিতে ১০-২০ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠেয় প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণের জন্য ৫০ জন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অনুমতি প্রদান করে বিগত ৩০ ডিসেম্বর একটি প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশনা মোতাবেক ওই প্রজ্ঞাপনটি বাতিল করা হলো।

গত ৩০ ডিসেম্বর ভারতের ভূপালে অবস্থিত ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমি এবং স্টেট জুডিশিয়াল একাডেমিতে প্রশিক্ষণের জন্য অধস্তন আদালতের ৫০ বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাকে অনুমতি দেয়া হয়েছিল। সুপ্রিম কোর্টের পরামর্শের পরিপ্রেক্ষিতে এ অনুমতি দেয় আইন মন্ত্রণালয়। প্রশিক্ষণের জন্য সহকারী জজ, সিনিয়র সহকারী জজ, যুগ্ম জেলা ও জজ, অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ, জেলা ও দায়রা জজ এবং সমপর্যায়ের কর্মকর্তাদের মনোনয়ন দেয়া হয়। আগামী ১০ থেকে ২০ ফেব্রুয়ারি পর্যন্তÎ এসব বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তার প্রশিক্ষণে অংশ নেয়ার কথা ছিল। প্রশিক্ষণের যাবতীয় ব্যয় ভারত সরকার বহন করবে। এতে বাংলাদেশ সরকারের কোনো আর্থিক সংশ্লেষ নেই বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়।

২০১৭ সালের এপ্রিলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভারত সফরে বাংলাদেশের বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বাড়ানোর লক্ষ্যে বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্ট এবং ভারতের ন্যাশনাল জুডিশিয়াল একাডেমির মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়।
ওই সমঝোতা স্মারকের পর একই বছরের ২৯ জুলাই এক অনুষ্ঠানে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা বলেছিলেন, পৃথিবীর প্রত্যেকটা দেশে উচ্চ আদালতের বিচারকদের জন্য ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা আছে। ভারতের প্রত্যেকটা রাজ্যে একটি জুডিশিয়ারি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে উচ্চ আদালতের বিচারকদের ট্রেনিংয়ের জন্য। ভূপালে তাদের জাতীয় জুডিশিয়ারি একাডেমি আছে। সেখানে আমাদের ১৫-১৬ শ' বিচারকের ট্রেনিংয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছি।
এরপর প্রথমবারের মতো ওই বছরের ১০ অক্টোবর থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত প্রশিক্ষণ নিতে ভারতে যান বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তারা। ইতোমধ্যে অনেক বিচারক সেখানে প্রশিক্ষণ নেন।

# দৈনিক কালের কণ্ঠ ০৬-০১-২০২৫

## সংস্কারের জন্য দেশের আইন ও সংবিধানে হাত দিতে হবে : সিইসি

*নিজস্ব প্রতিবেদক*

০৬ জানুয়ারি, ২০২৫ ০০:০০শেয়ার

এ এম এম নাসির উদ্দিন

সংস্কারের জন্য দেশের আইন ও সংবিধানে হাত দিতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) এ এম এম নাসির উদ্দিন। গতকাল রবিবার রাজধানীর আগারগাঁওয়ে নির্বাচনী প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটে ভোটার তালিকা হালনাগাদ কর্মসূচি উপলক্ষে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠান উদ্বোধনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

সিইসি বলেন, ‘সরকারি যেকোনো রিফর্মস (সংস্কার) করতে গেলে অনেক বিধি-বিধান, আইন-কানুন অনেক জায়গায় হাত দিতে হয়। না হলে তো করা যাবে না।

আইন-কানুনে আটকে থাকলে তো অনেক কাজ এগিয়ে নিতে পারব না।’

এ এম এম নাসির উদ্দীন বলেন, ‘রিফর্মস কমিশন যখন তাদের রিপোর্টগুলো দেবে, প্রপোজাল যেগুলো গৃহীত হবে—সেগুলো একোমোডেট করার জন্য বিভিন্ন জায়গায় হাত দিতে হবে, আইন-কানুনে হাত দিতে হবে, কনস্টিটিউশনে (সংবিবানে) হাত দিতে হবে। সেই লক্ষ্যে জাতি হিসেবে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি এবং কাজ করছি।’

নাসির উদ্দীন বলেছেন, ‘ভোটারদের বঞ্চনার কষ্ট দূর করতে চাই।

কমিটমেন্টে (অঙ্গীকার) অটল আছি। সবার সহযোগিতা চাই। ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত ১৮ কোটি মানুষ। আমরা দায়িত্ব নিয়েছি তাদের বঞ্চনা যেন ঘোচাতে পারি।

তাঁরা যে বঞ্চিত হয়েছেন, ভোটের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তা ঘোচাতে চাই। বঞ্চনার কষ্ট দূর করতে চাই। আমরা আমাদের কমিটমেন্টে (অঙ্গীকার) অটল আছি। সবার সহযোগিতা চাই।'

তিনি বলেন, ২০ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সম্ভাব্য নতুন ভোটারদের তথ্য সংগ্রহের এই কাজে সবার সহযোগিতা চাই।

ধাপে ধাপে প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পর পৌনে এক লাখ লোকবলকে এ কর্মসূচির আওতায় আনা হবে।

তিনি আরো বলেন, '১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলের সংস্কারকাজের অনেক কিছুই বাস্তবায়ন হয়নি। আমাদের এখানে নির্বাচনব্যবস্থা সংস্কার কমিশন রয়েছে। তারা যে সুপারিশ দেবে, তাতে আমাদের বিধি-বিধান, আইন-কানুনে পরিবর্তন আনতে হবে। সব সংস্কারের বড় সংস্কার নিজের আত্মাকে সংস্কার করা। মন-মগজ সংস্কার না হলে আখেরে ভালো কিছু বয়ে আনবে না। আমাদের মন-মানসিকতায় সংস্কার আনতে হবে।'

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, 'আমাদের কমিটমেন্ট হলো, ফ্রি-ফেয়ার-ক্রেডিবল ইলেকশন জাতিকে উপহার দেওয়া। আমি প্রায়ই বলি, আমাদের বঞ্চিত কর্মকর্তারা জনপ্রশাসনে যাচ্ছেন, আন্দোলন করছেন, তাঁদের বঞ্চনার তথ্য তুলে ধরছেন, দেশের ১৮ কোটি বঞ্চিত মানুষ কোথায় যাবেন? সামনে নির্ভুল ভোটার তালিকার পাশাপাশি ও নির্বাচনে সবার ভোটাধিকার নিশ্চিত করতে হবে।'

নির্বাচন কমিশনার আবদুর রহমানেল মাসুদ বলেন, ভোটে মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনতে স্বচ্ছতা এবং দায়িত্বের সঙ্গে কাজ করতে হবে। নির্ভুল ভোটার তালিকা সুষ্ঠু নির্বাচনের পূর্বশর্ত। ভোটার তালিকা হালনাগাদে সর্বোচ্চ সতর্কতা এবং তৎপরতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।

নির্বাচন কমিশনার তহমিদা আহমদ বলেন, সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনের হাতিয়ার হবে আইন ও বিবেক। ইসির কোনো কর্মকর্তা দুরভিসন্ধিমূলক কাজ করলে সেই দায় কমিশন নেবে না।

নির্বাচন কমিশনার আনোয়ারুল ইসলাম সরকার বলেন, 'নির্বাচন যেভাবে কলুষিত হয়েছে, তা পুনরুদ্ধারে যা যা করা লাগে তার সবটুকুই করবে কমিশন। ভোটার তালিকা হালনাগাদে অনিয়ম, অবহেলা, অস্বচ্ছতা কোনোভাবেই বরদাশত করা হবে না।'

নির্বাচন কমিশনার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আবুল ফজল মো. সানাউল্লাহ (অব.) বলেন, টাকা অর্জনের মোটিভ নিয়ে যাতে কেউ ভোটার তালিকা অন্তর্ভুক্তির কাজে অংশ না নেন। মৃত ভোটার, ভুয়া ভোটার এবং নতুন ভোটার—সবার ক্ষেত্রে সমানভাবে কাজ করতে হবে। ভোটের প্রতি মানুষের যে অনাগ্রহ, সেখান থেকে এবার বেরিয়ে আসতে পারবে কমিশন। মানুষের মধ্যে যে আস্থার ঘাটতি ছিল তা কমে এসেছে, মানুষ এবার ভোট দিতে চায়।